দৈনিক ইনকিলাব

2? OCT 1996

পৃষ্ঠা ... ৫

0 1

উপজেলা পরিক্রমা

বাগমারা

॥ রেজাউল করিম রাজু ॥

রাজশাহী জেলার বাগমারা একটি অন্যতম উপজেলা। বারনই নদী ও ফকীরনি নদীর তীর ঘেঁষে ১৪১ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে বাগমারা উপজেলার অবস্থান। উপজেলার ১৫টি ইউনিয়নে ১ লাখ ৯৪ হাজার ৬শ' ৩২ জন লোকের বাস। উপজেলার নাম বাগমারা হলেও ভবানীগঞ্জ নামক স্থানে উপজেলার অফিস আদালত অবস্থিত। বাগমারা হতে ভবানীগঞ্জের দুরত্ব ২ মাইল। বাগমারাতে আছে শুধু থানা ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

যোগাযোগ

এই উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত খারাপ। গোটা উপজেলার মাঝে মাইল দুয়েক পাকা রাস্তা আছে। জেলা সদর যেতে হলে এখনো উপজেলার মানুষকে পদযুগলের উপর ভরসা করে যাত্রা শুরু করতে হয়। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য ২শ' ৬১ মাইল কাঁচা রাস্তা রয়েছে। বর্ষার সময় কাঁচা রাস্তা চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়ে। উপজেলার মাঝ দিয়ে দু'টি নদী বর্ষার সময় যোগাযোগের সহজ মাধ্যম হলেও আত্রাই ও ফকীরনি নদীতে বাঁধ দেয়ার ফলে ভবানীগঞ্জ থেকে আহসানগঞ্জ পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য শিকদারী চন্দ্রপুর নামে যে খালটি ছিল তা বন্ধ হয়ে গেছে। বর্ষার সময় ছাড়া অন্য সময় খালে পানি থাকে না। খালটির দুরবস্থার কারণে যেমন নৌ-চলাচল ব্যাহত হয়, তেমনি সেচ কাজেও অসুবিধা দেখা দেয়।

কৃষি

উপজেলায় সব শস্যই কম-বেশী উৎপন্ন হয়। তবে এখানকার পিয়াজ প্রসিদ্ধ। যা দেশের বিভিন্ন স্থানে নৌপথে রফতানী হয়ে যায়। পিয়াজ মওসুমে দূর-দূরান্ত হতে বেপারীদের আনাগোনা লক্ষ্য করা যায়। উপজেলায় আবাদী জমির পরিমাণ ৬৫ হাজার ৩শ' ৬০ একর এবং অনাবাদী ২৪ হাজার ৮শ' ৮০ একর। সেচের জন্য গভীর/অগভীর মিলিয়ে প্রায় শতাধিক পাম্প রয়েছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। শিকদারী চন্দ্রপুর খালের কোন সংস্কার না হবার ফলে দু'পাশের হাজার হাজার একর জমির সেচের জন্য কোন ব্যবস্থা নেয়া যাচ্ছে না। যদি খালের উভয় প্রান্তে দু'টি বড় বড় স্লুইস গেট নির্মাণ করা যায় তবে শুষ্ক মওসুমে পানি ধরে রাখা সম্ভব হবে। ১২ মাইল দীর্ঘ এই খালের সংস্কার করা হলে মৎস্য চাষসহ কৃষি ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটবে।

শিক্ষা

এই উপজেলা শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, দলীয় কোন্দল, আভ্যন্তরীণ সমঝোতার অভাব, আর্থিক অস্বচ্ছলতার অভাবে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থা অচলাবস্থার পথে। উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৯৮টি। যা জনসংখ্যার তুলনায় অপ্রতুল। এ ছাড়া ২টি ডিগ্রী কলেজ, ২৬টি হাই স্কুল ও ৪টি জুনিয়র হাই স্কুল ও ১টি বালিকা বিদ্যালয় রয়েছে।

চিকিৎসা

চিকিৎসা সংকট এই উপজেলাবাসীদের আরেক সমস্যা। উপজেলায় ১৫টি ইউনিয়নের মধ্যে মাত্র ৬টি ইউনিয়নের দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। একটি হেলথ কমপ্লেক্স ও একটি হাসপাতালসহ এ সমস্ত চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোয় দু'একটি ট্যাবলেট ও লাল রংয়ের পানি ছাড়া আর কিছু পাওয়া যায় না।